লতাপাতায় ঘেরা আরামবাগ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বছর দশেক আগে হুগলির আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল চত্বর ছিল বনজঙ্গলে ভরপুর। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালের বিল্ডিং হয়েছে ঝাঁ চকচকে। পরিষেবাও বেশ ভালো। সঙ্গে রয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। প্রস্তুতি চলছে মেডিকেল কলেজ তৈরির। কিন্তু প্রদীপের নিচেই থেকে গেছে অন্ধকার। আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডটি থেকে গেছে উপেক্ষিত। এখানে চারদিকে ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। এমনকি ওয়ার্ডের গায়েও লতাপাতা। এই ওয়ার্ডে সংক্রামক রোগীদের জন্য চিকিৎসা হয়। যক্ষা, ডায়ারিয়া, কলেরা ইত্যাদি রোগীরা এখানে ভর্তি থাকেন। কিন্তু বর্ষাকালে বনজঙ্গল ঘেরা এই ওয়ার্ডের পাশে সাপের উপদ্রব বেড়ে ছে। মশা, মাছি তো রয়েইছে। গরম বেশি থাকলে রোগীদেরকে জানালা খুলে রেখে ঘুমাতে হয়। ফলে যেকোনও

সময়ে বিষাক্ত পোকামাকড় এমনকি সাপও ভিতরে ঢুকে কামড়ে দিতে পারে। তাই ভয়ে অনেক রোগী রাতে ঠিকঠাক ঘুমাতে পারেন না। তাঁদের দাবি, এই জঙ্গল পরিষ্কার করা হোক। না হলে বর্ষার জলে এগুলি আরও বড় হয়ে ভয়ঙ্কর আকার নেবে। আরামবাগের হাটবসন্তপুরের বাসিন্দা বাসুদেব পণ্ডিত ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি জানান, এই ওয়ার্ডটি অত্যধিক গরম। একতলার ছাদ। রাতে জানালা খুলে মশারি না টাঙিয়ে ঘুমাতে ভয় লাগে। পাশেই রয়েছে মর্গ। এমনিতেই আতঙ্ক। জানালা বন্ধ করে শুতে হয়। এছাড়াও ওয়ার্ডের মধ্যে প্রচুর মশা। আর এক রোগী সেখ মনসুর খানাকুলের হেলান থেকে এসেছিলেন। তিনি জানালেন, সারা হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এই আইসোলেশন ওয়ার্ডের পাশ বনজঙ্গলে ভর্তি। আসলে এই ওয়ার্ডে সংক্রামক রোগীরা থাকেন বলেই কারও চোখে পড়ে না। আর কেউ এদিকে আসতেও চান না। এক রোগীর আত্মীয় প্রতিমা চ্যাটার্জী জানালেন, হাসপাতাল চত্বর থেকে সুপার স্পেশালিটি সব ঘুরে দেখেছি। সব জায়গায় যেন নতুন ঝাঁ চকচকে। কিন্তু এই ওয়ার্ডে ভর্তি হলে জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। কারণ সাপ তো আছেই। পাশাপাশি রয়েছে বিষাক্ত পোকামাকড়। এখন আবার নতুন আতঙ্ক ট্যারেন্টুলা। এমনকি বাথরুমগুলিতেও লতাপাতা ঢুকেছে। যদি সাপ বা এই সব পোকামাকড় কামড়ায় তাহলে রোগীদের দায়ভার কে নেবে? তাই তাঁর দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ওয়ার্ডের চারদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হোক। এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা বলেন, ওয়ার্ডটি পিছনের দিকে হওয়ায় চোখ এড়িয়ে গেছে। তবে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিলন সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও রক্তদাতাদের গাছ প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও বুধবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বামসা-জয়রামপুর মিলন সংঘের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে সমস্ত রক্তদাতাকে একটি করে চারা গাছ উপহার দেওয়া হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শিশির সরকার, মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান অলোক সাঁতরা, অনিন্দ্য মুখার্জী, ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল সামন্ত প্রমুখ। এই ক্লাবের

সদস্য শিবশঙ্কর চৌধুরী জানান, রক্তদান ছাড়াও বয়স্ক মানুষদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় তথা সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বাউল গান পরিবেশন করা হয়। এই শিবিরে মোট ১০৩জন রক্তদান করেন। তার মধ্যে ছিল ৬০ জন মহিলা।

তারকেশ্বর হাসপাতালে ফোন আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী থেকে নার্স এবং ডাক্তাররা এখন সবাই ফোন আতঙ্কে ভুগছেন। ফোনে রিং হলেই ভয়ে ভয়ে রিসিভ করছেন সবাই। ফোন তুললেই অপরপ্রান্ত থেকে কখনও পুরুষ কণ্ঠে বলা হচ্ছে সাবান, শ্যাম্পু পাওয়া যাবে কিনা, আবার কখনও মহিলা কণ্ঠে ভেসে আসছে এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা। বিভিন্ন জায়গার নাম বলে ভিন্ন ভিন্ন নাম করে ফোন করছে কে বা কারা। হাসপাতালের পুরুষ কর্মী ফোন রিসিভ করলে কেটে যাচ্ছে ফোন। মহিলা কর্মী ফোন তুললেই শুরু হচ্ছে আষাঢ়ে গল্প। সব থেকে জরুরি পরিষেবা দিয়ে থাকে হাসপাতাল তাই ফোন এলে রিসিভ করতেই হবে বাধ্যতামূলক।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয়েছে এই ভুতুড়ে ফোন। মঙ্গলবার দুপুর থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত প্রায় তিনশবার ফোন রিসিভ করেছেন হাসপাতালের কর্মীরা। পুলিশের বিএমওএইচকে জানানোর পর তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয়টি জানানো হয়েছে। এভাবে ফোন আসার ফলে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা।

পারিবারিক অশান্তিতে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করল এক ব্যক্তি। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির নাম সমীর রায়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের তুল্যান গ্রামে। তিনি পেশায় দিনমজুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে বাড়ির বাইরে এসে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন লাগায় সমীর। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বাড়ির কাছে রাস্তার পাশে ডিভিসি খালে ঝাঁপ দেন তিনি। স্থানীয় মানুষ তারকেশ্বর থানায় খবর দেন। তারকেশ্বর থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার স্থলে গিয়ে ওই আহত ব্যক্তি ও ওনার স্ত্রী লক্ষ্মী রায়কে সঙ্গে নিয়ে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে যান। চিকিৎসকরা সমীরবাবুকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। পরে অবশ্য শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ আগুনে পুড়ে যায় সমীরবাবুর। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গায়ে আগুন লাগিয়েছে বলে পরিবার সূত্রে দাবি। আহত ব্যক্তি পুলিশকে জানায়, স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার কারণে সে গায়ে আগুন দেয়। এলাকার মানুষের দাবি, ঠিক সময়ে পুলিশ না আসলে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না।

তারকেশ্বরে বজ্রপাতে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বুধবার বিকালে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের নস্করপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা নিমাই মাইতি (৩৮) বাড়ির কাছেই পাটকাঠির স্তূপ ঢাকা দিচ্ছিলেন। সেই সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। হঠাৎই ওই পাটকাঠির গাদার উপর বাজ আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান বছর আটত্রিশের ওই যুবক। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০ শতাংশ ও তার বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল হুগলির খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে। এদিন খানাকুল ২নং ব্লক এলাকার ২২জন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। খানাকুল ২ নং ব্লক অফিস সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতি হলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্বর্ধনাগুলি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন খানাকুল ২নং বিডিও দেবলকুমার উপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি অসিত সিংহরায়সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তারা।

খানাকুলে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম অজয় দলুই (৪৫)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার হরিশ্চক গ্রামে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে তিনি বাড়িতে ঘাস মারার ওষুধ খান। পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীরা জানতে পেরে তাঁকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও দুই মেয়ে বর্তমান।

পুরশুড়ায় কিশোর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ দু'মাস আগে হুগলির পুরশুড়ার কেলেপাড়া অঞ্চলের আককরী খাল থেকে দীপঙ্কর রায় নামে ১৫ বছরের এক কিশোরের বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুরশুড়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মৃতের জ্যাঠা তপন রায় ও তার তিন ছেলে প্রসেনজিৎ, বিপ্লব ও চিরঞ্জিৎকে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ গ্রেফতার করল। সকলেরই বাড়ি পুরশুড়ার রনবাগপুরে। উল্লেখ্য, ১ মে দুপুরে দীপঙ্কর স্থানীয় মাঠে ফুটবল খেলতে বেরিয়েছিল। তারপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার কোন হদিশ মেলেনি। তাই পরিবারের পক্ষ থেকে পুরশুড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল। এরপর পুলিশও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে স্থানীয় মানুষ ওই খালের ধারে গন্ধ টের পান। তখন ওই বস্তাবন্দি মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। এরপর স্থানীয় মানুষ থানায় খবর দেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু এই ঘটনায় গ্রামের মানুষের সন্দেহ গিয়ে পড়ে দীপঙ্করের জ্যাঠতুতো দাদা প্রসেনজিতের ওপর। এরপরই গ্রামের ক্ষুব্ধ মানুষ প্রসেনজিতের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছিল। তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওই আগুন প্রতিবেশিদের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় পরে গ্রামবাসীরাই শান্ত চালিয়ে ওই আগুন নিভিয়ে ফেলে।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ ছিল, কোনও অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে ফেলাতেই হয়তো দীপঙ্করকে খুন করে হয়েছিল। এরপর দীপঙ্করের পরিবারের লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তে নেমেই পুলিশ গ্রেফতার করে এই চারজনকে।

ভর্তির নামে টাকা তোলার অভিযোগে ধৃতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে ছাত্র ভর্তির নামে টাকা তোলার অভিযোগে মঙ্গলবার গ্রেফতার হয় সঞ্জু সিং ও শুভ অধিকারী। ধৃতদের বুধবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাদের অভিযোগ টাকা তোলার পিছনে রয়েছে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। ধৃত সঞ্জু সিং উত্তরপাড়া কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং এবিভিপির সদস্য। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাদের। বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা বিক্ষোভ দেখান হয়। দু'পক্ষের বিক্ষোভে উত্তেজনা থাকায় আদালত চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে মানবাধিকারের দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ স্থানীয় পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে মানবাধিকার কমিশন, জেলা পুলিশ সুপার ও চন্দননগর মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেন হুগলির তারকেশ্বর থানার সাচক গ্রামের বাসিন্দা সেখ রসিদ আলি। রাত সাড়ে বারোটায় তীব্র স্বরে বক্স বাজানোর প্রতিবাদ করে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলেন তিনি, বলে অভিযোগ। গত ২৪ জুন বিয়ের অনুষ্ঠানে তীব্রস্বরে বক্স বাজানোর প্রতিবাদ করায় ভোজালির আঘাতে আহত হন তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত সাচক গ্রামের বাসিন্দা সেখ রসিদ আলি, ওনার স্ত্রী আয়েশা বেগম ও ছেলে সেখ সোয়েল। আহত অবস্থায় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা করানোর পরে ২৫ জুন তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেখ আশরাফ আলি, সেখ আজিম আলি, সেখ রইসল আলি, আলি হোসেন, সেখ আনোয়ার আলি নামে প্রতিবেশি আক্রান্তের নামে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেখ রসিদ আলি বলেন, গত ২৪ জুন প্রতিবেশি ভাইয়ের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান চলছিল। আমার হৃদরোগের সমস্যা আছে তাই রাত সাড়ে বারোটা বাজলেও তীব্র স্বরে বক্স বাজানো বন্ধ করার অনুরোধ করে আমার ছেলে বছর বাইশের সেখ সোয়েল। ছেলের চিৎকারে বাইরে বের হতেই অস্ত্র দিয়ে আমার শরীরে কোপানো হয়। আমার স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করার ফলে চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই রাতেই তারকেশ্বর থানায় গেলে চিকিৎসা করানোর পরে থানায় এসে যোগাযোগ করতে বলে। পরের দিন চিকিৎসা করিয়ে তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ

দায়েরের পরে একবারও পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে আসেনি। অভিযুক্তরা আমাকে হুমকি দেখাচ্ছে অভিযোগ জানানোর জন্য। সুবিচারের আশায় আমি উর্দ্ধতন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানালাম। প্রকাশ্যে অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয় পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে সুবিচারের আশায় জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক ও মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানান তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা সম্পর্কে আত্মীয়। শুধুমাত্র তীব্র স্বরে মাইক বাজানোর প্রতিবাদে এই হামলা নয় পুরানো আক্রোশের জেরেই এই আক্রমণ। এবিষয়ে পুলিশের বক্তব্য, ওনার অভিযুক্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে। তাদের খোঁজ তল্লাশি চলছে। অনেকবার ওনার বাড়িতে গিয়েও তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দোকান বন্ধ রেখে মহারাজকে শ্রদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ প্রয়াত প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তারকেশ্বর এলাকায় দোকান বন্ধ রেখে স্মরণসভা করল তারকেশ্বরবাসী। বুধবার সারা দিন তারকেশ্বরের বেশিরভাগ এলাকায় দোকান বন্ধ রাখল ব্যবসায়ীরা। গত ৩০ জুন শনিবার তারকেশ্বর মঠের প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী দণ্ডীস্বামী ঋষিকেশ আশ্রম মোহন্ত মহারাজ পরলোক গমন করেন। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে কাঁকুড় শ্রী শঙ্কর মঠে পরলোকগমন করেন তিনি। দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিক তারকেশ্বর মঠের মহারাজের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালের ৫ এপ্রিল তারকেশ্বর মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ২০১১ সালের শেষ এবং ২০১২ সালের প্রথমদিকে বার্ধক্যজনিত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন তিনি। প্রায় ৬০বছরের ওপরে তারকেশ্বর মোহন্ত মহারাজ তিনি। নতুন মহারাজ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীশ্রী দণ্ডীস্বামী সুরেশ্বর আশ্রম মোহন্ত মহারাজ। উনি বর্তমানে মোহন্ত মহারাজ হিসাবে তারকেশ্বর মঠে রয়েছেন। তারকেশ্বর মন্দিরে সকলের বড় বাবা নামে পরিচিত তিনি। আধ্যাত্মিক বিষয় ওনার জ্ঞানের জন্য জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য সম্মানে ভূষিত হন। তারকেশ্বর মঠের ইতিহাসে সবথেকে কম বয়সে মোহন্ত মহারাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। পুণ্যার্থীদের

কথা মাথায় রেখে কিছু দোকান খোলা রাখা হয়। বড় মহারাজের পরলোকগমনে তারকেশ্বর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তারকেশ্বর এলাকায় সমস্ত স্কুলে টিফিনের পরে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য।

হিমাদ্রি মিত্র, আরামবাগ মহকুমা শাসক লক্ষ্মী বি তেয়েক, আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায়, সি আই অনিমেষ সিংহরায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় দপ্তরের আধিকারিক তারক মণ্ডল, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্র, খানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাস, গোঘাট থানার ওসি মিঠুন ব্যানার্জী। এছাড়াও পিডব্লুডি দপ্তরের আধিকারিক, দমকলের আধিকারিক, স্বাস্থ্যদপ্তর এবং ব্লকের বিডিওরা উপস্থিত ছিলেন।

বন্যা রোধে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বর্ষা আসতেই তৎপরতা দেখা গেল হুগলির আরামবাগ মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকে। কারণ গত বছর আরামবাগ শহরের পাশাপাশি মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ ভাঙার ফলে অনেক ক্ষতির পাশাপাশি বহু মানুষ বাড়িছাড়া, খাদ্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই বুধবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের 'দিশা' হলে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে বন্যা কিভাবে রোধ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। যে কোনরকম পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে সবসময় সজাগ থাকার কথা বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন এডিএম রজত নন্দা, ডিডিএমও

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।